পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org,
E-mail : wbcuta@yahoo.in

সার্কুলার- ০৯/২০১৭ তারিখ : ০১-০৭-২০১৭

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক

----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

ইতিমধ্যে ইউ জি সি র প্রস্তাবিত **Graded Autonomy** সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আমরা কর্মসমিতির ১৩ জুন ২০১৭ তারিখের সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে সহমতের ভিত্তিতে একটি পর্যবেক্ষন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমিতির পক্ষ থেকে ইউ জি সি র কাছে পাঠিয়েছি। আমাদের ওয়েবসাইটে এটি দেওয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা তা দেখেছন।

শিক্ষা আইন বাতিলের দাবিতে সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনগুলির ডাকে কলকাতার রানী রাসমনি এ্যাভিনিউ-র ৮ঘন্টা ব্যাপী সমাবেশে ব্যাপক সংখ্যায় আপনাদের উপস্থিতি সমিতির দীর্ঘ লড়াই আন্দোলনের ঐতিহ্যকে সম্মানিত করেছে। কর্মসমিতির পক্ষ থেকে এরজন্য আপনাদের জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। ইতিমধ্যে ১২টি জেলায় শিক্ষা আইন নিয়ে কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে। বিগত সমাবেশে আমাদের ঘোষণা অনুয়ায়ী এই সর্বনাশা আইনের বিরোধিতায় পথে নেমে সর্বাত্মক কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি আইনের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টিও আমরা ইতিমধ্যে বিবেচনা করেছি। আপনারা জানেন রাজ্যে বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনকে হাতিয়ার করে শিক্ষক - শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের ওপর বহুবিধ আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। অল্প হলেও কিছু অধ্যক্ষের অতি তৎপরতা শিক্ষক- শিক্ষাকর্মীদের হেনস্থার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অধ্যাপক সমিতি এ বিষয়ে শিক্ষাকর্মী সংগঠন সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে আইনী প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলকাতা হাইকোর্টে এই মর্মে আপিল করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত এই মামলার কাজ শুরু হচ্ছে। অতীতের মতো এই আইনী লড়াই-এর ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। এই কালাকানুনের শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী স্বার্থবিরোধী ধারাগুলি বাতিলের দাবি নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ আদালত অবধি যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি। আশাকরি ১২ই মে-র ঐতিহাসিক সমাবেশের মতো এই আইনী লড়াই-এর বিষয়টিতেও আমরা আপনাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা পাব ।

বিগত কর্মসমিতির সভায় এই আইনী প্রক্রিয়া চালু করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে 'সংগ্রাম তহবিল' গড়বার সিদ্ধান্ত হয়। কর্মসমিতির অনুরোধ, সমিতির সকল সদস্য বন্ধু এই সংগ্রাম তহবিলে ন্যুনতম ৩০০ টাকা অনুদান হিসেবে দিন। সমিতির শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছেও সমিতি একই অনুরোধ করছে। কর্মসমিতি মনে করে এই সর্বনাশা আইন শিক্ষাঙ্গনে আমাদের মর্যাদার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই অস্তিত্বের বিপন্নতা রুখতে এই উভয় লড়াই সমিতির কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দ্রুত এই সংগ্রাম তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করে সমিতির দপ্তরে জমা দিন যাতে করে আইনী প্রক্রিয়া চালু রাখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়। সমিতি দপ্তরে কুপন বই পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজন বোধে প্রাইমারী ইউনিটগত ভাবে আগাম কুপন বই সংগ্রহ করা যেতে পারে।

M.Phil/Ph.D increment সংক্রান্ত মামলাটির দ্বিতীয় পর্যায় এখনও আদালতের বিচারাধীন। এ বিষয়ে আবেদনকারী ১৩১ জন বন্ধুর নতুন **Pay fixation** বিষয়টির সদর্থক মীমাংসা হলেও আবেদনকারী নন এমন বহু সহকর্মী বন্ধু এখন অবধি এই সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। সরকারী আদেশনামা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফে গড়িমসি চলছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত ভুক্তভোগী সকল সহকর্মী বন্ধু এই সুবিধা না পাচ্ছেন, অধ্যাপক সমিতির লড়াই জারি থাকবে।

Seventh UGC Pay Review Committee-র সুপারিশ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। **AIFUCTO** নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করলেও কোন সুফল মেলেনি। তাই আগামী ২৪ জুলাই, ২০১৭ সোমবার, দিল্লীর যন্তর মন্তরে একটি মিছিল ও ধর্ণা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির সদস্য বন্ধুদের কাছে অনুরোধ দ্রুত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও চালুর দাবিতে **AIFUCTO** -র ডাকে ২৪শে জুলাই দিল্লীর কর্মসূচীতে সংগঠিত ভাবে যোগ দিন।

এখনও অল্পকিছু প্রাইমারী ইউনিট তাদের ২০১৬-১৭ সালের সভ্যপদ জমা দেননি। কনভেনর বন্ধুদের কাছে অনুরোধ দ্রুত এই সভ্যপদের চাঁদা সংগ্রহ করে সমিতির দপ্তরে তালিকা সহ জমা দিন।

অভিনন্দন সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নং ৯৪৩৩৮২০৬১০